যুগান্তর

23 AUG 2013
পৃষ্ঠা ... ৬ ... কলাম ... ২

দশ বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের বিরুদ্ধে সাঁড়াশি অভিযান

মুসতাক আহমদ

দশটি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের গলার কাঁটা। এসব বিশ্ববিদ্যালয় সরকারের আইন-কানুন তো মানছেই না; বরং প্রতারণা বন্ধের নোটিশ দিলে উল্টো মামলা ঠুকে দিচ্ছে। ফলে উচ্চশিক্ষার নামে সাধারণ ও কোমলমতি শিক্ষার্থীদের সঙ্গে প্রতারণা চলছে প্রতিকারবিহীনভাবে। দীর্ঘ ৬ থেকে ১৬ বছর ধরে চলছে তাদের এ প্রতারণা বাণিজ্য। উদ্ভূত পরিস্থিতিতে এসব বিশ্ববিদ্যালয়ের বিরুদ্ধে শিক্ষা মন্ত্রণালয় এবার সাঁড়াশি অভিযানে নামার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

শিক্ষা মন্ত্রণালয় সূত্র জানায়, এসব বিশ্ববিদ্যালয় মালিকানা দ্বন্দ্ব, অবৈধ ক্যাম্পাস এবং অবৈধ আউটার ক্যাম্পাস পরিচালনা করছে। শুধু তাই নয়, নিজেরাই আইন ভেঙে জটিল পরিস্থিতি তৈরি করেছে। তাদের এসব কার্যক্রমের কারণে একদিকে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর সুষ্ঠু শিক্ষা কার্যক্রমও বিঘ্নিত হচ্ছে, অন্যদিকে এসব প্রতিষ্ঠান নিম্নমানের শিক্ষা প্রদান করে এসব সনদধারী গ্র্যাজুয়েট সৃষ্টি করছে। সংশ্লিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয় থেকে শিক্ষা নিয়ে বেশিরভাগ শিক্ষার্থীই কর্মজীবনে কিছু করতে পারছেন না।

শিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং ইউজিসি সূত্র জানায়, এ লক্ষ্যে বারবার পত্র দেয়ার পরও তারা সরকারি

অভিযান : পৃষ্ঠা ১৪ : কলাম ৬

অভিযান : বিশ্ববিদ্যালয়ের বিরুদ্ধে সাঁড়াশি

(১ম পৃষ্ঠার পর)

নির্দেশনা আমলে নেয়নি। বরং কোনও কোনও ক্ষেত্রে তারা মন্ত্রণালয় এবং ইউজিসির জারিকৃত পত্রের বিরুদ্ধে মামলা করেছে। উদ্ভূত পরিস্থিতিতে শিক্ষা মন্ত্রণালয় বৃহস্পতিবার বিকালে এসব বিশ্ববিদ্যালয়ের বিরুদ্ধে করণীয় নির্ধারণে জরুরি বৈঠকে বসে। ওই বৈঠকে অতিথি হিসেবে যোগদান করেন রাষ্ট্রের প্রধান আইন কর্মকর্তা বা অ্যাটর্নি জেনারেল মাহবুবে আলমসহ অন্য মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধিরাও। এতে সভাপতিত্ব করেন শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ।

বৈঠক শেষে শিক্ষামন্ত্রী জানান, একদিকে তারা চিহ্নিত বিশ্ববিদ্যালয়ের বিরুদ্ধে আদালতে শক্ত আইনি লড়াই গড়ে তুলবেন। অন্যদিকে পুলিশি অ্যাকশনও চালানো হবে। তিনি যুগান্তরকে জানান, চিহ্নিত বিশ্ববিদ্যালয়গুলো সরকারের আইন ভঙ্গ করে চলছে। এ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করতে গেলে তারা সরকারের বিরুদ্ধে মামলা ঠুকে দেয়। তৈরি করে আইনি জটিলতা। নানা ধরনের অসংখ্য মামলা রয়েছে। এ কারণে তারা আর সহজ সমাধানের পথ রাখেনি। মন্ত্রী বলেন, এ পরিস্থিতিতে আগে মামলাগুলো ফয়সালা করতে হবে। অপরাধীদের দাঁতভাঙা জবাব দেয়ার নানা পথ সরকারের সামনে খোলা রয়েছে। কিন্তু এরপরও আমরা আগে আইনি পথেই এগোবো। আদালতের মাধ্যমে এই অপকর্মের সমাধান করার চেষ্টা করা হবে। এ কাজে রাষ্ট্রের প্রধান আইন কর্মকর্তার মতামত নেয়া হয়েছে। এখন ইউজিসির আইন কর্মকর্তারা বিষয়গুলো নিয়ে কাজ করবে। এরপর করণীয় নির্ধারণ করা হবে। অ্যাটর্নি জেনারেলের কাছে মামলা মোকাবেলার কাজে সার্বিক সহায়তা চাওয়া হয়েছে বলে জানান মন্ত্রী।

উল্লেখ্য, সরকারের জন্য বিষফোঁড়ায় পরিণত হওয়া ১০টি বিশ্ববিদ্যালয় হচ্ছে দারুল ইহসান ইউনিভার্সিটি, প্রাইম ইউনিভার্সিটি, এশিয়ান ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশ, অতীশ দীপংকর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, ইবাইস ইউনিভার্সিটি, সাউদার্ন ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশ, নর্দার্ন ইউনিভার্সিটি, পিপলস ইউনিভার্সিটি, আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় ও বিজিসি ট্রাস্ট ইউনিভার্সিটি। সংশ্লিষ্টরা জানান, এসব ইউনিভার্সিটি অর্থের নেশায় মোহাচ্ছন্ন। অবৈধ অর্থ হাতিয়ে নেয়ার লক্ষ্যে মরণকামড় দিয়েছে নিজেদের অন্যায় অপকর্মের মাধ্যমে। এগুলোর মধ্যে আবার দারুল ইহসান ইউনিভার্সিটির চারটির মধ্যে একটি পক্ষ আর প্রাইম ইউনিভার্সিটি উত্তরা গ্রুপটির নেপথ্যে রয়েছেন একই ব্যক্তি। উত্তরার একই ভবনে একই কায়দায় দু-দুটি বিশ্ববিদ্যালয় খুলে বাণিজ্য চালিয়ে যাচ্ছেন তিনি। এক্ষেত্রে অবশ্য আদালতে মামলা করে তিনি পথ নির্বিঘ্ন করেছেন। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের একজন সিনিয়র সহকারী সচিবসহ মন্ত্রণালয় এবং ইউজিসির একটি সিন্ডিকেটও অবশ্য তাকে মদদ দিয়ে যাচ্ছে বলে জানা গেছে।

মালিকানা দ্বন্দ্ব যে ৫টিতে : সবচেয়ে নাজুক পরিস্থিতি বিরাজ করছে দারুল ইহসান বিশ্ববিদ্যালয়ে। ওই বিশ্ববিদ্যালয়ের নামে কমপক্ষে চারটি পক্ষ বিবাদে সক্রিয় রয়েছে। এগুলো হচ্ছে, ধানমণ্ডির মূল যে ক্যাম্পাসে সরকার প্রথমে বিশ্ববিদ্যালয় অনুমোদন দেয় সেই ঠিকানাবাসী ইয়াকুব শরাফতী ওয়ালিউল্লাহ গ্রুপ, সাভারের গণকবাড়ির ঠিকানায় এএ বজলে রাব্বি গ্রুপ, মিরপুরের আকবর উদ্দিন গ্রুপ এবং উত্তরার আবুল হোসেন গ্রুপ। জানা গেছে, এই চার গ্রুপ মিলে সারাদেশে শতাধিক অবৈধ ক্যাম্পাস চালাচ্ছে। শিক্ষার্থীরা ওইসব ক্যাম্পাসে ভর্তি হয়ে সহজেই সনদ লাভ করতে পারছেন। সংশ্লিষ্টরা জানান, এই গ্রুপগুলো সৃষ্টির নেপথ্যে রয়েছে কাঁচা টাকার গন্ধ।

প্রসঙ্গত, এই একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের বিস্তৃত কার্যক্রম বন্ধে বিচার বিভাগীয় তদন্ত কমিশনও গঠন করা হয়েছিল। কিন্তু সরকার লাগাম টানতে পারেনি। সংশ্লিষ্টরা জানান, তদন্ত কমিশন বিশ্ববিদ্যালয়টি ভেঙে দেয়ার জন্য সুপারিশ করে। পরে ওই সুপারিশের ওপর আইন মন্ত্রণালয়ের মতামত চেয়ে ইতিবাচক সাড়া মেলেনি।

মালিকানা দ্বন্দ্ব নিয়ে চরম পর্যায়ে থাকা আরেকটি প্রতিষ্ঠান হচ্ছে প্রাইম ইউনিভার্সিটি। সরকার মিরপুরের ঠিকানায় এই বিশ্ববিদ্যালয়টি অনুমোদন দেয়। কিন্তু পরবর্তীতে উত্তরার বিএনএস সেন্টারে একটি ক্যাম্পাস খোলার চুক্তি করে মূল কর্তৃপক্ষ। এরপর মন্ত্রণালয় এবং ইউজিসি যখন ওই অবৈধ ক্যাম্পাস বন্ধে চাপ সৃষ্টি করে, তখন একপর্যায়ে মূল কর্তৃপক্ষ সরকার অননুমোদিত ক্যাম্পাস বন্ধ ঘোষণা করে পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি জারি করে। একই সঙ্গে উক্ত ক্যাম্পাসের পরিচালককে কার্যক্রম বন্ধে পত্র প্রেরণ করে। কিন্তু উক্ত ক্যাম্পাসের পরিচালক আবুল হোসেন সেই সিদ্ধান্ত না মেনে ক্যাম্পাসটি পরিচালনার অনুমতি লাভের জন্য আদালতের শরণাপন্ন হন। এছাড়া প্রাইম ফাউন্ডেশন নামে একটি ফাউন্ডেশন গঠন করে তিনি প্রাইম ইউনিভার্সিটি ট্রাস্ট গঠন করেন। পরে প্রাইম ইউনিভার্সিটি উত্তরা ক্যাম্পাসকে মূল ক্যাম্পাস দাবি করে তার নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠিত ট্রাস্টকে বৈধ ট্রাস্ট হিসেবে স্বীকৃতি পেতেও আদালতের শরণাপন্ন হন। এভাবে উভয় ক্যাম্পাস পাল্টাপাল্টি মামলায় জড়িয়ে পড়ে। বর্তমানে উভয় অংশই নিজেদের মূল বৈধ কর্তৃপক্ষ এবং নিজ নিজ ক্যাম্পাসকে বৈধ ক্যাম্পাস দাবি করছে। উভয় গ্রুপের মামলা-পাল্টা মামলার অবস্থা এতই শোচনীয় যে, ইউজিসি শেষ পর্যন্ত তাদের ওয়েবসাইটেও মূল মালিক কোনপক্ষ সে ঠিকানা মুছে দিয়েছে। এই অবস্থার মধ্যেই রাজধানীর বারিধারা-কুড়িল, ফার্মগেট ও মিরপুরে 'অ্যানেক্স ক্যাম্পাস' নামে আলাদা ক্যাম্পাস খুলেছে উত্তরা গ্রুপ। এসব ক্যাম্পাসও বৈধ নয় বলে জানা গেছে।

ইবাইস ইউনিভার্সিটির প্রতিষ্ঠাতা ও ট্রাস্টি বোর্ডের চেয়ারম্যান হলেন অধ্যাপক ড. জাকারিয়া লিংকন। এর আগে অবশ্য ২০০২ সালের ৬ আগস্ট ধানমণ্ডির ১৬ নম্বর রোডের ঠিকানায় এটি সাময়িক অনুমোদন পায়। পরবর্তীতে ট্রাস্টিদের মধ্যে দ্বন্দ্ব তৈরি হয়। এর নেপথ্যে অবশ্য দু'ভাইয়ের মধ্যে দ্বন্দ্বই মুখ্য বলে জানা যায়। এরই পথ ধরে ২০১১ সালের ১৯ মার্চ লিংকন ইবাইস ইউনিভার্সিটি ফাউন্ডেশন এবং একই বছর ৪ সেপ্টেম্বর শওকত আজিজ রাসেলের সভাপতিত্বে ১৩ সদস্যের ইবাইস ইউনিভার্সিটি ট্রাস্ট গঠিত হয়। এভাবে বোর্ড অব ট্রাস্টিজ দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়ে। বর্তমানে ধানমণ্ডির মূল ক্যাম্পাসটি রাসেল গ্রুপ আর মোহাম্মদপুরের মোহাম্মদিয়া হাউজিংয়ে লিংকন গ্রুপের ক্যাম্পাস চলছে। এর বাইরে উত্তরায়ও একটি ক্যাম্পাস চলছে। মন্ত্রণালয়ের নথিপত্রে দেখা যায়, মোহাম্মদপুর ও উত্তরার ক্যাম্পাস দুটি অননুমোদিত। তবে সর্বশেষ ৪ জুন সর্বোচ্চ আদালতের আপিল বিভাগ ইবাইস ইউনিভার্সিটির সব কার্যক্রমের মোহাম্মদপুর, মোহাম্মদিয়া হাউজিং সোসাইটির প্রধান সড়কে পরিচালনায় রুলনিশি জারি করেন।

দু-ভাইয়ের দ্বন্দ্বে পৃথক কর্তৃপক্ষ তৈরি হয়েছে এশিয়ান ইউনিভার্সিটিতেও। ওই ইউনিভার্সিটির মালিক কাম ভিসি আবুল হাসান মোঃ সাদেকের ভাই হারুন মিয়াও দখলে নেয় বিশ্ববিদ্যালয়টি। এ নিয়ে উভয়পক্ষে টানাপোড়েন চলছে। চলছে মামলা। অভিযোগ রয়েছে, বাংলাদেশে উচ্চশিক্ষায় সনদ বাণিজ্যের পথিকৃৎ এই বিশ্ববিদ্যালয় এবং এর ভিসি আবুল হাসান মোঃ সাদেক।

অতীশ দীপংকর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় ২০০৪ সালে সরকারের কাছ থেকে অনুমোদন পায়। সাবেক রাষ্ট্রপতি অধ্যাপক ইয়াজ উদ্দিন আহমেদের স্ত্রী অধ্যাপক আনোয়ারা বেগম প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান ও ভিসি ছিলেন। পরবর্তীতে বিশ্ববিদ্যালয় ২০১১ সালের মাঝামাঝি আইনি ফাঁদে পড়ে বিদায় নিতে হয় অধ্যাপক আনোয়ারাকে। এরই মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের দুটি ট্রাস্টি বোর্ড তৈরি হয়। এর একটির চেয়ারম্যান অধ্যাপক আনোয়ারা ও আরেকটির চেয়ারম্যান ইসরাফিল আলম এমপি।

আউটার ক্যাম্পাস : দারুল ইহসান ইউনিভার্সিটির ধানমণ্ডি গ্রুপ ২৭টি, সাভার গ্রুপ ৩৩টি, মিরপুর গ্রুপ ২৫টি ও উত্তরা গ্রুপ ২২টি অবৈধ আউটার ক্যাম্পাস চালাচ্ছে। মন্ত্রণালয় বলছে, ২০০৭ সালের ২ সেপ্টেম্বর এক প্রজ্ঞাপনে আউটার ক্যাম্পাস বন্ধ ঘোষণা করা হয়। এরপর দারুল ইহসানের আলী নকী গ্রুপ আদালতে রিট মামলা করেন। রিটের আর্জিতে ২৯টি আউটার ক্যাম্পাসের ঠিকানা রয়েছে।

আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় ঢাকায় একটি আউটার ক্যাম্পাস চালাচ্ছে। তারা সরকারের বিরুদ্ধে মামলা করে ক্যাম্পাস চালায়। তবে ৩ জুন একপত্রে তারা মন্ত্রণালয়কে রিট মামলা প্রত্যাহারের প্রক্রিয়া গ্রহণের কথা জানিয়েছে। বিজিসি ট্রাস্ট ইউনিভার্সিটি চট্টগ্রাম শহরে একাধিক আউটার ক্যাম্পাস চালাচ্ছে। তারা মামলার মাধ্যমে ক্যাম্পাস চালিয়ে যাচ্ছে। নর্দার্ন ইউনিভার্সিটি আদালতের স্থগিতাদেশ নিয়ে রাজশাহী ও খুলনায় ৩টি অবৈধ আউটার ক্যাম্পাস পরিচালনা করছে। এশিয়ান ইউনিভার্সিটি ঢাকার বাইরে রাজশাহী ও খুলনায় আউটার ক্যাম্পাস চালাচ্ছে। তবে এসব ক্যাম্পাস বন্ধ হয়েছে বলে তারা ২৮ জুলাই মন্ত্রণালয়কে অবহিত করেছে।

অবৈধ ক্যাম্পাস পরিচালনাকারী : নর্দার্ন ইউনিভার্সিটি ঢাকার ফার্মগেটে অবৈধ ক্যাম্পাস চালাচ্ছে। পিপলস ইউনিভার্সিটি ঢাকায় প্রগতি সরণি এবং মালিবাগে (আগে ছিল পুরানা পল্টন) অবৈধ ক্যাম্পাস চালাচ্ছে। এশিয়ান ইউনিভার্সিটির ঢাকার মতিঝিলসহ বিভিন্ন স্থানে একাধিক অননুমোদিত ক্যাম্পাস রয়েছে। অতীশ দীপংকরের রাজধানীর পান্থপথ, মিরপুর, মতিঝিল ও উত্তরায় অবৈধ ক্যাম্পাস রয়েছে। ওই বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন পরিচালক জানান, দখলদার হিসেবে পরিচিত ওই বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন উপদেষ্টা যিনি অন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, তিনিও বেপরোয়াভাবে ক্যাম্পাসগুলো খুলেছেন। সাউদার্ন ইউনিভার্সিটির চট্টগ্রাম শহরে তিনটি অবৈধ ক্যাম্পাস রয়েছে।